দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 30 SEP 2007 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

শেকৃবির বিভিন্ন হলে বহিরাগতরা আবার ফিরে এসেছে ॥ শিক্ষার্থীরা শংকিত

॥ রফিকুল ইসলাম, শেকৃবি সংবাদদাতা ॥

এক মাস বন্ধ থাকার পর শনিবার শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় খুলেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পাশাপাশি আবাসিক হলগুলোতে স্থায়ী বহিরাগতরাও পুনরায় ফিরে এসেছে। সেই নামধারী এসব বহিরাগতের মধ্যে রয়েছে ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী, বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি কোচিংসহ সম্প্রতি বন্ধ হয়ে যাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্র। এছাড়াও মফস্বল এলাকার বিভিন্ন অপরাধের ফেরারী আসামিরা রয়েছে এর মধ্যে। কেউ কেউ ছয় মাস কিংবা এক বছর যাবৎ বিভিন্ন হলে থাকছে। শেকৃবির অবস্থান শহরের মধ্যবর্তী এলাকায় হওয়ায় বহিরাগতদের চাকরি, ব্যবসাসহ অন্যান্য কর্মস্থলে যেতে সুবিধা হয়। স্বল্প খরচে খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা করা যায় বলে আবাসিক হলে বহিরাগতদের স্থায়ীভাবে থাকার প্রবণতা দেখা যায়। অপরাধীদের জন্য এলাকাটি নিরাপদ, কারণ ক্যাম্পাসে পুলিশ ও র‌্যাবের আনাগোনা কম। মাঝে মাঝে হলে পুলিশ তল্লাশি চালালেও তাতে কোন অপরাধী ধরা পড়ে না। হল থেকে বের হবার ছোট-বড় অনেক গেট রয়েছে। এসব গেট দিয়ে তারা অনায়াসে বের হয়ে যায়। অন্যান্য হল বাদ রেখে শুধু শেরেবাংলা হলেই বেশিরভাগ তল্লাশি চালানো হয়। ফলে এক রাতের জন্য বহিরাগতরা ঐসব হলে আশ্রয় নেয়। পুলিশের হাত থেকে বাঁচার জন্য অনেকে নকল পরিচয়পত্র বানিয়ে নিয়েছে। বহিরাগতদের উৎপাতে ছাত্ররা নানামুখী সমস্যায় পড়ে কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হলের ডাইনিং, কেন্টিন, বাথরুম, টিভিরুম যেখানে ছাত্রদের তুলনায় অপর্যাপ্ত সেখানে বহিরাগতরাই দখল করে রাখে এবং বিশেষ স্থান। ডাইনিং, কেন্টিনের ম্যানেজাররা ছাত্রসংখ্যা বিবেচনা করে খাবার তৈরী করে থাকে, কিন্তু অতিরিক্ত গেস্ট খাওয়ার জন্য ছাত্ররা প্রায়ই খাবার পায় না। অনেকে কেন্টিনে ছাত্র পরিচয় দিয়ে ফ্রি খায়। এমনকি কেন্টিনবয়দের মারধর করারও নজির আছে। হল থেকে ছাত্রদের পোষাক, মোবাইল সেটসহ মূল্যবান জিনিসপত্র চুরি হয় বহিরাগতদের হাতে। তারা ছাত্রদেরকে মদ, গাঁজাসহ নেশা সামগ্রী ব্যবহারে উৎসাহ ও সহযোগিতা করে থাকে। বিভিন্ন সময় ছাত্র সংঘর্ষ বাধে এদের কারণে। ২২ আগস্ট ছাত্র আন্দোলনের মাঝেই দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে দশ ছাত্র আহত হওয়ার ঘটনার সূত্রপাত হয়েছে এক ছাত্রের গেস্টকে কেন্দ্র করে। বর্তমানে বেশ কিছু ছাত্রের নামে অপহরণ, চাঁদাবাজি, সরকারি সম্পদ চুরির অপরাধে তেজগাঁও থানায় একাধিক মামলা রয়েছে। ছাত্রদের দ্বারা এসব অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পেছনে হলের স্থায়ী বহিরাগতদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ছিল। সম্প্রতি বন্ধ হয়ে যাওয়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পলাতক ছাত্ররা শেকৃবির বিভিন্ন হলে আশ্রয় নিয়ে এখানকার ছাত্রদের মধ্যে সরকার বিরোধী প্রচারণা করছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

কিছু কিছু সুবিধাবাদী, স্বার্থান্বেষী ছাত্র নিজেদের গ্রুপ শক্তিশালী করা কিংবা অর্থের বিনিময়ে নিজের রুমে এনে বহিরাগতকে আশ্রয় দেয়। শুধু ছাত্ররা নয় হল সংলগ্ন শিক্ষক ডরমেটরিতেও আবাসিক শিক্ষকগণ অর্থের বিনিময়ে বহিরাগত আশ্রয় দিয়ে থাকেন। সাধারণ ছাত্ররা বহিরাগতদের উৎপাত সম্পর্কে প্রভোস্টদের কাছে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ করেও কোন সুফল পায়নি। বহিরাগতদে ব্যাপারে কখনোই কোন প্রভোস্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। এ ব্যাপারে শেরেবাংলা হলের প্রভোস্ট প্রফেসর ড. সারোয়ার হোসেন জানান, ছাত্রদের মধ্যেই অনেকে অবৈধভাবে হলে আছে। প্রথমে আমরা বৈধ ও অবৈধ ছাত্র আলাদা করে সব ধরনের বহিরাগতের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। খুব শিগগির বৈধ ছাত্রদের তালিকা হলগুলোতে টানিয়ে দেয়া হবে। ছাত্রনেতা নামধারী ক্যাডারদের নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে হলের ব্যবস্থাপনা।

শেরেবাংলা হল

-ইত্তেফাক